(৬ নং মতবিরোধপূর্ণ বাস্তব জটিল বিষয়ঃ)

اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاةُ(দুআ'-মুনাজাতে)" وَسِيْلَةُ(ওআছিলা) তথা মাধ্যম" অবলম্বনঃ

সূচনাঃ বর্তমান মুসলিম সমাজে এই " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহার আছে। কাহারো থেকে কেহ কিছু অর্জন করতে চাইলে বা পেতে চাইলে স্বাভাবিকভাবেই সে নিজেই আকাঙ্খিত বস্তুটি বা বিষয়টি পেতে চেষ্টা করে । কিন্তু সে কাঙ্খিত বস্তুটি বা বিষয়টি পেতে অতি সহজে অন্য কোন সুপারিশকারীর আশ্রয় গ্রহণ করে না বা অন্যকোন মানুষকে " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে অবলম্বন করে না । তবে, যখন কেহ কাহারো থেকে তার কাঙ্খিত বস্তুটি বা বিষয়টি অর্জন করতে বা পেতে নিজেকে ব্যর্থ হতে দেখে তখনই সে উক্ত কাঙ্খিত বস্তুটি বা বিষয়টি পেতে নানাবিধ উপায় অবলম্বন করে । কোন কিছু পাওয়ার জন্য গৃহীত প্রত্যেকটি ব্যবস্থা ও উপায়কেই " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" বলে ।

যেমন, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে কোন বস্তু বা বিষয়ের সমাধান পাওয়ার জন্য আপনার প্রয়োজন হল। যেহেতু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটি রাষ্ট্রের ছোট-বড় সকল শ্রেণীর নাগরিকেরই প্রধানমন্ত্রী সেহেতু উক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির সমাধানের জন্য অন্য কারো সহায়তা না নিয়ে বা সুপারিশকারী না ধরে আপনি তাঁর অধীন নাগরিক হিসেবে তাঁর নিকট সরাসরি গিয়ে উক্ত বিষয়টির সমাধান করে আসতে পারেন। কিন্তু অনেক সময়ই দেখা যায় যে, ইহা অনেকের জন্য সম্ভব হয় না । কারন, প্রধানমন্ত্রীর সাথে সম্পর্কের দূর্বলতার কারনে ইহা সম্ভব হয় না । প্রধানমন্ত্রীর সাথে আপনার গভীর সম্পর্ক না থাকলে শুধু প্রজা হবার সুবাধে বা তাঁর রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে বাস করলেই কি আপনি স্বয়ং নিজে সরাসরি তাঁর নিকট গিয়ে তাঁর থেকে উক্ত বস্তুটি বা আপনার আবেদনকৃত বিষয়টির সমাধান করে আনতে পারবেন কি ? না, কখনো না ! অথচ আপনি তাঁর নাগরিক হিসেবে তাঁর কর্তৃক অরোপিত সকল আইন-কানুন মান্য করে থাকেন এবং তাঁর কর্তৃক প্রদত্ত সকল অধিকার ও সুবিধা ভোগ করে থাকেন । তা সত্বেও আপনি প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে উক্ত বস্তুটি বা আবেদনকৃত বিষয়টির সমাধান করে আসতে পারবেন কি ? না, বরং ব্যর্থ হবেন । এর কারন দুটি হতে পারে ।

(১). প্রধানমন্ত্রীর সাথে আপনার সরাসরি সু-সম্পর্ক না থাকা ।

(২).যে কোন শক্তিশালী মাধ্যম ধরে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছবার ব্যবস্থা করা ।

আপনার মধ্যে অবশ্যই উপরোল্লিখিত দুটি গুণের যে কোন একটি গুন অর্জন করার যোগ্যতা থাকতে হবেই অন্যথায় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে উক্ত বস্তুটি বা আবেদনকৃত বিষয়টি পেতে ব্যর্থ হবেন । অথচ বিধিমতে বা সংবিধান মতে, রাষ্ট্রে বসবাসকারী অনূগত সকল নাগরিকের জন্যই প্রধানমন্ত্রীর দ্বার উন্মুক্ত । এই কথাটি লিপিবদ্ধ আছে । তথাপিও উপরোল্লিখিত দুটি গুণের যে কোন একটি গুন অর্জন করার যোগ্যতা আপনার মধ্যে অনুপস্থিত থাকলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ হতে আপনি আপনার উদ্দেশ্য পূরণে ব্যর্থ হবেন ।

কাজেই, আপনি আপনারউদ্দেশ্য পূরণ করতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীর সাথে আপনার সরাসরি সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার যোগ্যতা আপনার মধ্যে থাকতে হবে অথবা উপরে বর্ণিত দুইটি যোগতার মধ্যে প্রথমটির অভাবে বা প্রথমটির অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় যোগ্যতাটির আশ্রয় নিতেই হবে। আর দ্বিতীয় যোগ্যতাটি হচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত পৌঁছবার ব্যবস্থা বা প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা আপনার করতেই হবে। অন্যথায় আপনার উদ্দেশ্য সর্বদাই অপূর্ণ থেকেই যাবে ।

প্রধানমন্ত্রীর সাথে আপনার সরাসরি সু-সম্পর্ক গড়ে তোলার যোগ্যতা অর্জনের পদ্ধতি বা পন্থা দুইটি।

(১).এক জন নাগরিককে সর্বদিক দিয়ে গুণে, জ্ঞানে ,সম্পদে, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে এবং মামজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা ।
(২). প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধিকে " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" করে নেওয়া ।
উপরে বর্ণিত দুইটি পদ্ধতি বা পন্থার মধ্যে প্রথম পদ্ধটি টি খুবই কঠিন বিধায় প্রথম পদ্ধতিটি অর্জন করতে ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে । আর দ্বিতীয় পদ্ধতিটি হচ্ছে এই যে, একজন নাগরিককে প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কৃপা দৃষ্টি লাভের চেষ্টা করতে হবে । একজন নাগরিক যতক্ষণ না পর্যন্ত না প্রধানমন্ত্রীর কৃপা দৃষ্টি লাভে ধন্য হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তাঁর প্রতিনিধিকে " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরে তাকে কাজ করে যেতে হবে । যখন একজন নাগরিক প্রধানমন্ত্রীর কৃপাদৃষ্টি লাভে সুপ্রসন্ন হয়ে যাবে তখন হয়ত তাঁর প্রতিনিধিকে বিরক্ত করা বা প্রতিনিয়ত বারবার প্রতিনিধিকে প্রধানমন্ত্রীর নিকট নেওয়া প্রয়োজন হবে না । কারণ, এমতাবস্থায় বর্তমানে উক্ত নাগরিকটির সাথে প্রধানমন্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে ।
ঠিক তেমনিভাবে , একজন মুসলিম মানুষকেও তার মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআ'লার বান্দা হওয়া সত্বেও তাঁর থেকে কিছু পেতে চাইলে তাকে নিম্নে বর্ণিত দুইটি যোগ্যতা অর্জন করতে হবে বা করা লাগবেই অন্যথায় মহান আল্লাহ তাআ'লার বান্দা হওয়া সত্বেও তাঁর আদেশ-নিষেধ পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার মাধ্যমে তাঁর সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তুলতে না পারলে তাঁর থেকে কিছু পেতে ব্যর্থই হবে ।
যোগ্যতা দইটি নিম্নে দেওয়া হল ।
(১). মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশ-নিষেধ পালনের করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার মাধ্যমে তাঁর সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা ।
(২). মহন আল্লাহ তাআ'লার প্রতিনিধি আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরে সর্বকাজে স্বরন করা বা গ্রহণ করা ।
মুসলমানদের মধ্যে যে কেহ উপরোক্ত দুইটি যোগ্যতার মধ্যে যে কোন একটি যোগ্যতা অর্জন করতে সক্ষম হলে দুনিয়া-আখিরাকে মহা কামিয়াব বা সফলকামী হবেন ।
উপরোক্ত দুইটি যোগ্যতার মধ্যে একটি হচ্ছে- " মহান আল্লাহ তাআ'লা আদেশ-নিষেধ পালনের করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার মাধ্যমে তাঁর সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে তোলা " । এই যোগ্যতাটি সকল মুসলিম মানুষের মধ্যে নাই । হয়তবা কেউ অর্জন করতে পারেন । তবে, যেই মুসলিম মানুষের মধ্যে এই যোগ্যতাটি নেই তাকেই মহান আল্লাহ তাআ'লার প্রতিনিধি আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে স্বরন করে ধর্মীয় সর্বকাজ করতে হবে । তন্মধ্যে বিশেষ করে اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" ধরেই মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ'-মুনাজাত তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করতে হবে । কারণ, আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হচ্ছেন মহান আল্লাহ তাআ'লার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি । এই মহান প্রতিনিধিকে এড়িয়ে কেহ কোন কাজে সফলতার আশা করতে পারে না। কারণ, তিনি মহান আল্লাহ তাআ'লার অধিক আপনজন । কেহ

আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম হিসেবে না ধরে দুআ'-মুনাজাত তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করলে তার দুআ'-মুনাজাত তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ আল্লাহ তাআ'লা কবুল করবেন না । যেমন পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেনঃ **সুরা....আয়াত নং....।উপরোক্ত আয়াতে করিমা থেকে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার জীবদ্দশায় কেউ পাপ করে ফেললে তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট উপস্থিত হয়ে মহান আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার তথা ক্ষমা চেতে হবে, আর এমতাবস্থায় যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উক্ত পাপীর জন্য ক্ষমা চায় তবে তার পাপ ক্ষমা হবে, নতুবা তার পাপ ক্ষমা হবেনা । এখানে এই আয়াতে করিমাতে মহান আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম হিসেবে ধরে দুআ'-মুনাজাত তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করতে বলেছেন ।এই আদেশখানা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এই পৃথিবীতে দৃশ্যমান থাকা অবস্থায়ই তো অবতীর্ন হয়েছে এবং তা বাস্তবায়িতও হয়েছে । বর্তমানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা এই পৃথিবীতে দৃশ্যমান অবস্থায় না থাকায় সামর্থবান মুসলিম মানুষকে মদীনা মুনাওয়ারাতে তাঁর রওজা শরীফে উপস্থিত হয়ে তাঁর সুপারিশ চেয়ে মহান আল্লাহর নিকট ইস্তিগফার তথা ক্ষমা চেতে হবে, আর সামর্থহীন মুসলিমকে যার যার অবস্থানে থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম হিসেবে ধরে দুআ'-মুনাজাত তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করতে হবে, ইস্তিগফার তথা ক্ষমা চেতে হবে, তখনই তাঁর দুআ'-মুনাজাত তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ ও ইস্তিগফার তথা ক্ষমা চাওয়া মহান আল্লাহ কবুল করবেন, নতুবা তার দুআ'-মুনাজাত তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ ও ইস্তিগফার তথা ক্ষমা চাওয়া মহান আল্লাহ কবুল করবেন না । তবে হা ! এখন এমন কোন বান্দা যদি আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে সকল কাজে وَسِيْلَةُ(ওআছিলা) তথা মাধ্যম" ধরে আমল করে যেতে থাকে আর এর ফলে যখন মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেশ-নিষেধ পালন করে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করার মাধ্যমে তাঁর সাথে সু-সম্পর্ক গড়ে উঠবে তখন হয়ত আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে আর وَسِيْلَةُ(ওআছিলা) তথা মাধ্যম"ধরে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ'-মুনাজাত তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করতে হবেনা ।কারণ, এমতাবস্থায় সাধারণ বান্দাই তখন অধিক উচ্চস্তরে পৌঁছে মহান আল্লাহ তাআ'লার অধিক আপনজন হযে যায় । এই উচ্চস্তরের বান্দা সম্পর্কে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হাদিস শরীফে বলেনঃ-

হাদিস শরীফখানা এই----------

اِنَّ اللّٰهَ قَالَ: مَنْ عَادَ لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ اَذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ" مَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيْئٍ اَحَبَّ اِلَيَّ مِمَّا"
اِفْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ اِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِيْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِيْ يَمْشِيْ عَلَيْهَا "

(অর্থঃ-"নিশ্চয়ই আল্লাহ বলেন : যে আমার ব›দ্ধুর সাথে শত্রুতা করল আমি(আল্লাহ) তার সাথে যুদ্ধ ঘোষণা করলাম, আমি বান্দার উপর যা ফরজ করেছি এর চেয়ে উত্তম বস্তু দিয়ে বান্দা আমার নিকট সান্নিধ্য লাভ করে না। আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার সান্নিধ্য লাভ করে বা আপন হয় এমনকি এর ফলে আমি তাকে ভালবেসে ফেলি। যখন আমি তাকে ভালবেসে ফেলি তখন আমি তার কর্ণ হয়ে যাই যে কর্ণ দিয়ে সে শুনে, তার চক্ষু হয়ে যাই যে চক্ষু দিয়ে সে দেখে, তার

হাত হয়ে যাই যে হাতদিয়ে সে ধরে এবং আমি তার পা হয়ে যাই যে পা দিয়ে সে হাটে",।([1]) বুখারী শরীফ, হাদিস শরীফ নং-৬৫০২।)

(ক) উক্ত হাদিস শরীফ খানা থেকে এটা পরিস্কার প্রমাণ হয় যে, মহান আল্লাহ তাআ'লা যখন কোন মুসলিম বান্দাকে ভালবাসেন তখন তাঁর তাজাল্লী বান্দার শ্রবন শক্তি, দর্শন শক্তি, ধারন শক্তি ও চলন শক্তি হয়ে যায়। তখন উক্ত বান্দা আল্লাহকে দিয়েই শুনে, দেখে, ধরে এবং হাটে ।

বান্দা যখন এই স্তরে পৌঁছে যায় তখন আর তার "وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" প্রয়োজন হয় না । কারণ, তখন উক্ত বান্দা মহান আল্লাহ তাআ'লার এবং আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সন্তুষ্টির মাধ্যমেই এই স্তর অর্জন করেছেন । মহান আল্লাহ তাআ'লা এই স্তরের বান্দার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ।

আপনি হয়ত বলবেন যে, সাহাবী কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমগণ কেন আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে "وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" ধরে মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ'-মুনাজাত তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করেন নি ?

এর উত্তর হচ্ছে এই যে, আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবী কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমগণ হলেন মহান আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টভাজন মহান ব্যাক্তিবর্গ এবং আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার অধিক আপনজন । আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবী কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমগণের প্রতি স্বয়ং মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা স্বয়ং নিজে খুবই সন্তুষ্ট । যেমন মহান আল্লাহ তাআ'লা সাহাবী কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমগণের

([1]) (খ) উক্ত হাদিস শরীফ খানা থেকে এটাও বোধগম্য হয় যে, মুসলিম বান্দার জন্য দুই প্রকার "قُرْب"(কুর্ব) তথা নৈকট্য হাসিল হয়।

(১) "قُرْبُ الْفَرَائِض" (কুরবুল ফারায়িয) তথা ফরজ ইবাদত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য লাভ হয়।

(২) "قُرْبُ النَّوَافِلِ" (কুরবুল নাওয়াফিল) তথা নফল ইবাদত দ্বারা মহান আল্লাহ তাআ'লার নৈকট্য লাভ হয়।

উপরে বর্ণিত দুই প্রকার নৈকট্য লাভের দ্বারা একজন মুসলিম মানুষ কতদূর উচ্চস্তরে পৌঁছতে পারে নিম্নেউল্লেখ করা হল।

(১) "قُرْبُ الْفَرَائِض" (কুরবুল ফারায়িয) > কুরবুল ফারায়িয দ্বারা মুসলিম মানুষ বা বান্দা সম্পূর্ণ ফানা ফিল্লাহ তথা আল্লাহ তাআ'লাতে বিলীন হয়ে যায়। তখন তার সমস্ত অস্তিত্বের লোপ পায়। এমনকি তার নিজের অস্তিত্বের অনূভূতিও থাকে না। একমাত্র মহান আল্লাহ তাআ'লার অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কিছুই আর তার গোচরীভূত হয় না। একে ফানা ফিল্লাহ তথা আল্লাহ তাআ'লাতে বিলীন হওয়া বলা হয় এবং এটা ফরজ ইবাদতের ফল।

(২) "قُرْبُ النَّوَافِلِ" (কুরবুল নাওয়াফিল) >কুরবুল নাওয়াফিল দ্বারা বাশারিয়্যাতের সিফাত তথা মানবীয় গুণাবলী দূর হয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লার সিফাত তথা ঐশরিক গুণাবলী মুসলিম বান্দার উপর প্রকাশিত হয়ে থাকে। তখন সে তার সমস্ত শরীর দ্বারা দূর হতে দেখতে ও শুনতে পায় এবং তার দেখার ও শুনার কাজ শুধু চোখ ও কানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। একে মহান আল্লাহ তাআ'লার সিফাত তথা ঐশরিক গুণে ফানা তথা বিলীন হওয়া বলে। এটা নফল ইবাদতের ফল।

বেলায় পবিত্র কুরআনে বলেনঃ-

"وَالسَّابِقُوْنَ اْلاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّلذِيْن اِتَّبَعُوْا هُمْ بِاِحْسَانِ رَضِيَ اَلَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ"

(অর্থঃ-মুহাজির ও আনসারগণের মধ্যকার অগ্রগামীগণ (যারা সর্বপ্রথম মদীনা শরীফে হিজরতকারী ও যারা মদীনা শরীফে আনসারদের মাঝে পুরাতন) এবং যারা (কিয়ামত অবধি আসন্ন পরবর্তী মুসলমানগণ যারা আমল ,চরিত্র ও ইশক-মহব্বত তথা ভালবাসার ক্ষেত্রে) তাঁদের (প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুহাজির ও আনসার সাহাবীদের) إِحْسَا نِ - ইহসান)বা সততার সহিত পরিপূর্ণ তথা হুবহু অনুসরন করেছে আল্লাহ (তা'আলা) তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁরাও তাঁর (আল্লাহর) প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন। *সুরা তাওবা,আয়াত নং-১০০*)।

সেইজন্যেই মহান আল্লাহ তাআ'লার নিকট দুআ'-মুনাজাত তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করার সময় তাঁদের জন্য وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" প্রয়োজন হয় নাই ।

কাজেই, বর্তমানেও কেহ যদি আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবী কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমগণের মত এবং তাবেঈন ও তাবে-তাবেীনগণের মত পবিত্র হয় ও তাঁদের অনুরূপ মহান আল্লাহ তাআ'লা সন্তুষ্টি অর্জন করতে সক্ষম হয় তবে তাদেরকেও আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে দুআ'-মুনাজাত তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে শামিল বা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে না । ঠিক আছে ! তবে, আমরা মনে করি যে, আমরা মহান আল্লাহ তাআ'লা আদেশ-নিষেধ পালনে ব্যর্থ হওয়ায় আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার সাহাবী কেরাম রাদিআল্লাহু আনহুমগণের মত যোগ্যতা অর্জনে অক্ষম বিধায় আমরা আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা)তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরে ধর্মীয় সর্বকাজ বিশেষ করে اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে)তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে শামিল বা অন্তর্ভুক্ত করে থাকি । আমরা আজীবন উক্ত যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ থাকব মনে করছি বিধায় আজীবনই আমরা আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরে ধর্মীয় সর্বকাজ বিশেষ করে اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে)তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে শামিল বা অন্তর্ভুক্ত করে রাখব এবং উক্ত যোগ্যতা অর্জনে অক্ষম ও ব্যর্থ সকল মুসলিম মানুষগণকেই اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে শামিল বা অন্তর্ভুক্ত করে রা করছি ।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ধর্মীয় সর্বকাজ বিশেষ করে اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরা কি ?

এর উত্তর এই যে, পবিত্র কুরআনে এই বিষয়ে একটি আয়াত রয়েছে । উক্ত আয়াতের ভাষ্য অনুযায়ী ধর্মীয় সর্বকাজ বিশেষ করে اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে وَسِيْلَةَ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" খোঁজ করা, তালাশ করা আবশ্যক । যেমন পবিত্র কুরআনে আছে—
(35) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُووااللهَ وَابْتَغُوْا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ ــ سورة الْمَائِدةِ ــ الْأَيَةُ -অর্থঃ- " হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমরা আল্লাহ তাআ'লার দিকে " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" ধর, সুরা মায়িদা, আয়াত নং-৩৫ ।

উপরোক্ত অনূযায়ী উক্ত আয়াতের ভাষ্য অনূযায়ী_মহান আল্লাহ তাআ'লাকে পাওয়ার পথে বা মহান

আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টির পথে " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা তথা মাধ্যম" ধরা "ফরজ" ।
এখন আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে, " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" এর বস্তু কি কি ?

এর উত্তর এই যে, মহান আল্লাহ তাআ'লাকে পাওয়ার পথে বা মহান আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টির পথে " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" ধরার জন্য নির্দিষ্ট কোন বস্তু নেই । তবে সমস্ত পবিত্র বস্তু বা বিষয় হচ্ছে " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যমের" বিষয় বস্তু । মহান আল্লাহ তাআ'লার আদেসসমূহ যেমনঃ নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি পালন করা এবং নিষেধসমূহ যেমনঃ-সুদ খাওয়া, গুষ দেওয়া, হিংসা করা, ও শত্রুতা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও মহান আল্লাহ তাআ'লাকে পাওয়ার পথে বা মহান আল্লাহ তাআ'লার সন্তুষ্টির পথে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যমের" বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। আর আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার প্রতি ভালবাসাও وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যমের" অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ আবশ্যিক বিষয় ।
অতএব, যে কোন কাজে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" বানাইয়া নেওয়াও তাঁর প্রতি ভালবাসার একটি দিক । আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে ভালবাসার অর্থ মহান আল্লাহ তাআ'লাকেই ভালবাসা । সেই দৃষ্টিকোন থেকে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে গ্রহণ করা উত্তম ছাড়া আর কিছু হতে পারে না ।

আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরা বা গ্রহণ করা কি ?

এর উত্তর এই যে, আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে -اَلدُّعَاءُ اَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরা বা গ্রহণ করা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদিস শরীফে আদেশমূলক কোন বাণী নেই। কিন্তু এই বিষয়ে হাদিস শরীফে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিজস্ব আমলসহ অনুমোদনমূলক বাণীও রয়েছে । তাই, আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরা বা গ্রহণ করাকে ফরজ -হারাম বলা ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإسلامِيَّة") তথা ইসলামি আইনে "اَلْبِدْعَةُ"(আল-বিদআ'তু) তথা "ইসলাম ধর্মে সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছু" [2] । ইসলামি শরীয়তে (اَلشَّرِيْعَةُ الإسلامِيَّة") তথা ইসলামি আইনে "اَلْبِدْعَةُ"(আল-বিদআ'তু) "(ইসলাম ধর্মে) সংযোজিত বা সংযোগকৃত নতুন কিছু" [3]" প্রচলন করা হারাম এবং পরিত্যাজ্য । তবে, যেহেতু হাদিস শরীফের গ্রন্থসমূহে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিজস্ব আমলসহ একজন সাহাবীকে তাঁর শিখানো পদ্ধতি মোতাবেক আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরে দুআ' করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেহেতু আমদের

[2] **(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**
[3] **(পরিবর্তন,পরিবর্ধন, আইন,ফরজ, হারাম নামে কোন শব্দ)**

নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরা বা গ্রহণ করাকে ফরজ -হারাম না বলে হাদিস শরীফে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিজস্ব আমলসহ একজন সাহাবীকে অনুমোদনমূলক শিখানো পদ্ধতি মোতাবেক **اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে **وَسِيْلَةُ** (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরে দুআ' করা যাবে এবং যেতে পারে । আর তা এই জন্য যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিজস্ব আমলসহ অনুমোদনমূলক একজন সাহাবীকে শিখানো পদ্ধতি মোতাবেক মহান আল্লাহ সাথে **اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাত) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ করলে উক্ত **اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة** (দুআ'-মুনাজাত) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপ মন্জুর হওয়ারই কথা ।
মহান আল্লাহ তাআ'লাই ভাল জানেন ।

اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরার আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিজস্ব আমলঃ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ،قَالَ: لَمَّا مَاتَتْ فَاطِمَةُ بِنْتِ أَسَدِ بْنِ هَاشِمٍ أُمُّ عَلِيّ، دَخَلَ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ، فَجَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهَا، فَقَالَ: " رَحِمَكَ اللهُ يَا أُمِّي، كُنْتَ أُمِّي بَعْدَ أُمِّي،تَجُوْعِيْنَ وَ تُشْبِعِيْنَ، وَتَعْرِيْنَ وَ تُكْسُوْنِيْنَ، وَ تَمْنَعِيْنَ نَفْسَكِ طِيْبَ الطَّعَامِ وَتُطْعِمِيْنِي ،تُرِيْدِيْنَ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ والدَّارَالْآخِرَةَ "ثُمَّ أَمَرَ أَنْ تُغْسَلَ ثَلَاثًا وَثَلَاثًا،فَلَمَّا بَلَغَ الْمَاءُ الَّذِي فِيْهِ الْكَافُوْرُ، سَكَبَهُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ خَلَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ قَمِيْصَهُ فَأَلْبَسَهَا إِيَّاهُ، وَكُفِنَتْ فَوْقَهُ، ثُمَّ دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَأُسَامَةَ بْنِ زَيْءِدٍ،وَأَبَا أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيّ،وَعُمَرَبْنَ الْخَطَّابِ وَغُلَامًا أَسْوَدَ يَحْفُرُوا قَبْرَهَا، فَحَفَرُوا قَبْرَهَا، فَلَمَّا بَلَغُواالَّلَحْدَحَفَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ بِيَدِهِ،وَأَخْرَجَ تُرَابَهُ بِيَدِهِ . فَلَمَّ فَرَغَ، دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ، فَاضْطَجَعَ فِيْهِ،وَقَالَ: " أَللَّهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ، اِغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةُ بِنْتِ أَسَدٍ،وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا،وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ " ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا،ثُمَّ أَدْخَلُوْاهَا الْقَبْرَ،هُوَ والْعَبَّاسُ،وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ . - (189) مسند أحمد

অর্থ-হযরত আনাস বিন মালিক (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন:যখন হযরত আলীর((রাদিআল্লাহু আনহু)মাহামের ছেলে আসাদের কন্যা ফাতিমা মৃত্যু বরণ করল তখন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা তাঁর নিকটে গিয়ে তার মাথার পর্শে বসে বললেন: "হে আমার মা আল্লাহ আপনাকে দয়া করুন, আপনি আমার মার পরে আমার ছিলেন, আপনি উপবাস থেকে আপনি আমাকে পেট পুর্তি করেছেন,আপনি বিস্ত্র থেকে আপনি আমাকে কাপড় পড়াইয়াছেন,আপনি নিজেকে উত্তম খাবার থেকে বিরত রেখে আপনি আমাকে খাওয়াছেন,এর দ্বার আপনি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও আখিরাত চেয়েছেন"। অতপর, তিনবার তিনবার করে গোসল করাতে আদেশ করেছেন, যখন কাফুর সিশ্রিত পানি আসল রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিজ হাত দিয়ে তা তার উপর ঢাললেন, তারপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিজের জামা খুলে তাকে পড়াইলেন ও এর উপর কাফন পড়ালেন,তারপর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা হযরত উসামা বিন যায়দ,আবু আইয়ুব আনসারী, ওমর বিন খাত্তাব এবং আসওয়াদের দুই গোলামকে তারা তার কবর খুদাই করতে করতে ডাকলেন, তারা তার কবর খুদাই করে লাহদ পর্যন্ত পৌছলে রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা নিজ হাতে (অবশিষ্টাংশটুকু)খুদাই করে উহার মাটি বের করলেন । যখন খুদাইয়ের কাজ থেকে অবসর হলেন রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা উহাতে(কবরে)শায়িত হয়ে বললেন:----

" أَللَّهُ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَايَمُوْتُ، اِغْفِرْ لِأُمِّي فَاطِمَةُ بِنْتِ أَسَدٍ،وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا،وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مُدْخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَ الْأَنْبِيَاءِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِي، فَإِنَّكَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ " অর্থঃ- "আল্লাই জীবিত ও মৃত্যু দান করেন তিনি জীবিত, মৃত্যু বরণ করবেন না, আপনি আমার এবং আমার পূর্ববর্তী আম্বিয়াগণের উসিলায় আমার মা ফাতিমা বিনতে আসাদকে ক্ষমা করুন,তাকে তার যুক্তি-তর্ক(দলীল-প্রমাণ) শিখাইয়া দিন, তার উপর তার প্রবেশদ্বার প্রশস্ত করে দিন, ইয়া

আরহামার রাহিমিন "।তারপর তিনি(রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তার উপর চার তাকবির দিলেন, তিনি(স্বয়ং নিজে),হযরত আব্বাস,আবু বকর রাদিআল্লণাহু আনহম তাকে কবরে ঢুকালেন। আল-মুজামুল আওসাত, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-১৮৯ ।

اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরার আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার শিখানো অনুমোদিত পদ্ধতিঃ ----------

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيْرَ الْبَصَرِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: اُدْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِيْ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ ذَاكَ، فَهُوَ خَيْرٌ ، فَقَالَ: ْ اُدْعُهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوْءَهُ، وَ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، وَ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِى حَاجَةِ هَذِهِ، فَتُقْضَى لِي ، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ
مسند أحمد(17513) –

অর্থঃ-উছমান বিন হুনাইফ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নিশ্চয়ই একজন চক্ষু অন্ধলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে বলল: আমাকে সুস্থ করার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ' করুন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: যদি তুমি চাও তা হলে আমি তোমার জন্য (দুআ') করব, আর যদি তুমি চাও তা হলে আমি তোমার জন্য বিলম্বে দুআ' করব, এটাই উত্তম । অতপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন : তাকে ডেকে নিয়ে এসো, অতপর, তাকেভাল করে অজু করে দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়ে এই দুআ' করতে বলেন:- **"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي تَوَجَّهْتُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِى حَاجَةِ هَذِهِ، فَتُقْضَى لِي ، اللَّهُمَّ شَفِّعْهُ فِيَّ**।মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৭৫১৩ ।

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ رَجُلًا ضَرِيْرًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، اُدْعُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَنِيْ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتَ أَخَّرْتُ لَكَ، فَهُوَ أَفْضَلُ لِأُخْرَتِكَ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ لَكَ، قَالَ: لَا بَلْ اُدْعُ اللهَ لِي، فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ، وَأَنْ يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ، وَأَنْ يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِى حَاجَتِي هَذِهِ، فَتُقْضَى وَتُشَفِّعُنِيْ فِيْهِ وَتُشَفِّعُهُ فِيَّ، قَالَ: فَكَانَ يَقُوْلُ هَذَا مِرَارًا،ثُمَّ قَالَ: بَعْدُ: أَحْسَبَ أَنَّ فِيْهَا أَنْ تُشَفِّعَنِيْ فِيْهِ ، قَالَ: فَفَعَلَ الرَّجُلُ، فَبَرَأَ – (17514)مسند أحمد

অর্থঃ-উছমান বিন হুনাইফ (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত: নিশ্চয়ই একজন অন্ধলোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার নিকট এসে বলল: আমাকে সুস্থ করার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ' করুন, তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) বললেন: যদি তুমি চাও তা হলে আমি তোমার জন্য (দুআ') বিলম্ব করব, এটাই তোমার আখিরাতের জন্য সর্বোত্তম আর যদি তুমি চাও তা হলে আমি তোমার জন্য দুআ' করব, লোকটি বলল:না,বরং আপনি আমার জন্য দুআ' করুন, অতপর তিনি (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা) তাকে অজু করে দুই রাকাআ'ত নামাজ পড়ে এই দুআ' করতে বলেন:----------
" اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ إِنِّي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبِّي فِى حَاجَتِي هَذِهِ، فَتُقْضَى وَتُشَفِّعُنِيْ فِيْهِ وَتُشَفِّعُهُ فِيَّ" তিনি (উছমান বিন হুনাইফ রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: সে উহা বার বার বলতেছিল, অতঃপর লোকটি বললেন: এখন পর্যন্ত: আমি মনে করি যে এতে আমার সুপারিশ মন্জুর হয়েছে, তিনি(উছমান বিন হুনাইফ রাদিআল্লাহু আনহু) বললেন: লোকটি (নির্দেশ মোতাবেক)কাজ করেছে এবং সে আরোগ্য লাভ করেছে।মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৭৫১৪ ।

উপরোক্ত হাদিস শরীফ মোতাবেক اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে) আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে"وَسِيْلَةُ(ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে অবলম্বন করা যাবে। উপরোক্ত বিবরন থেকে আরো বুঝা গেল যে, "أَرْذَلُ الْقُرُوْنِ " (আরযালুল কুরুনি) তথা সর্বনিকৃষ্ট শতাব্দীর " (চতুর্থ শতাব্দী ও পরবর্তী শতাব্দীসমূহের) অন্তর্ভুক্ত নিকৃষ্ট উলামাকেরামগণের মধ্য হতে যারা اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে আমাদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা " وَسِيْلَةُ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" মেনে اَلدُّعَاءُ-اَلْمُنَاجَاة (দুআ'-মুনাজাত) করেনা তারা মুনাফিক বা কপট মুসলিম ।

অতএব,আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামাকে أَلدُّعَاءُ–أَلْمُنَاجَاة (দুআ’-মুনাজাতে) তথা প্রার্থনা-নিভৃত আলাপে " وَسِيْلَةٌ (ওআছিলা) তথা মাধ্যম" হিসেবে ধরা বা গ্রহণ করাকে ইসলামি শরীয়তের(أَلشَّرِيْعَةُ الإسلامِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চতুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ) এর অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য বিষয়ের মধ্যে মাত্র একটি বিষয় মনে করে জায়েয হিসেবে আমল করাই " سُنَّةٌ حَسَنَةٌ"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা " উত্তম নিয়ম" । " سُنَّةٌ حَسَنَةٌ"(সুন্নাতুন হাসানাতুন) তথা " উত্তম নিয়ম" সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং-৩৭৩ দ্রষ্টব্য এবং ইসলামি শরীয়তের (أَلشَّرِيْعَةُ الإسلامِيَّة") তথা ইসলামি আইনের স্বীকৃত চ তুর্থ আইনগত নাম "মহান আল্লাহ তাআ'লার চুপ বা নীরব থাকা বিষয়" (أَلْأُمُوْرُ السَّاكِتُ عَنْها أللهُ) সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা নং- ২৫৯ দ্রষ্টব্য । অতএব, যেই বিষয়ে মহান আল্লাহ তাআ'লা এবং আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা কিছু বলেন নি সেই বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক না করে নিম্মোক্ত পাঁচটি হাদিস শরীফে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করা বা অবলম্বন করা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যাক্তিরই উচিৎ ।

(১) প্রথম হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই-

"عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ:" مَنْ صَمَتَ نَجَا"- ـ(6765) مسند أحمد অর্থঃ-হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আল-আস (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন : "যে চুপ থাকে সেই পরিত্রাণ পায় "। মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৬৭৬৫।

(২) দ্বিতীয় হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই---------------------------------------

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ،قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : إِنَّهُ سَيَكُوْنُ بَعْدِي اِخْتِلاَفٌ ، أَوْ أَمْرٌ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَكُوْنَ السِّلْمَ فَافْعَلْ ـ(706)مسند أحمد অর্থঃ- হযরত আলী বিন আবি তালিব (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন : আমার পরে অতিসত্বর মতানৈক্য বা (নতুন) বিষয় বা ঘটনা হবে (ঘটবে) । তখন যদি তুমি(তর্ক-বিতর্ক না করে) শান্ত থাকতে পার, তা হলে থাক বা (কর) । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৭০৬ ।

(৩) তৃতীয় হাদিস শরীফখানা হচ্ছে এই **عَنْ مُعَاذِ بْنِ** ---------------------------- -------
جَبَلٍ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : " أَنَا زَعِيْمٌ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ ، وَبَيْتٍ فِى وَسْطِ الْجَنَّةِ ، وَبَيْتٍ فِى أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَ تَرَكَ الْكِذْبَ وَإِن كَانَ مَازِحًا، وَحَسُنَ خُلُقُهُ " المعجم الكبير - - (16641)
অর্থঃ-হযরত মুআয বিন জাবাল (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা বলেন : আমি ঐ ব্যাক্তির জন্য বেহেস্তের বাসস্থানের বাড়ীর, বেহেস্তের মধ্যস্থানের বাড়ীর, বেহেস্তের উচ্চস্থানের বাড়ীর জামিনদার যে ন্যায়পন্থী থাকা সত্বেও তর্ক-বিতর্ক ত্যাগ করে, কৌতক বা রসিকতাকারী হওয়া সত্বেও মিথ্যা ত্যাগ করে এবং যার চরিত্র সুন্দর । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-১৬৬৪১।

(8) আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একখানা দীর্ঘ হাদিস শরীফের খন্ড অংশঃ **عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ ،إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَسْأَ لَكَ مِرَارً ، وَيَمْنَعُنِي مَكَانَ هَذِهِ الْأَيَةُ : (يَا أَيُّهَا أَلَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوُكُمْ)ـ المائدةُ ، آية ـ(101) قَالَ : "مَا هُوَ يَا مُعَاذُ ؟ ، قُلْتُ : الْعَمَلُ الَّذِيْ الْجَنَّةَ وَ يَتَجَنَّبُنِيْ مِنَ النَّارِ ،قَالَ : قَدْ سَأَلْتَ عَظِيْمًا وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ : إِنَّكَ لَمْ تَزَلْ سَالِمًا مَا سَكَتَّ ، فَإِذَا تَكَلَّمْتَ كُتِبَ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ - - المعجم الكبير - الجزأ الثَّامِنِ - (16561)** অর্থঃ-হযরত মুআয বিন জাবাল (রাদিআল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহি, আমি আপনাকে বার বার প্রশ্ন করতে চাচ্ছি কিন্তু সুরা মায়িদার ১০১ নং-আয়াতখানা "তোমরা এমন কিছু জিজ্ঞাসা করো না যা যদি প্রকাশ পায় তা হলে তা তোমাদের খারাপ লাগবে"- **" يَا أَيُّهَا أَلَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ إِنْ تُبْدَلَكُمْ تَسُوُكُمْ ")** অমাকে বাঁধা দিচ্ছে। তিনি (রাসুলুল্লাহি) বললেন, হে, মুআয, সেটা কি? আমি বললাম, যেই আমল জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং আমাকে দোযখ থেকে বিরত রাখবে । তিনি বললেন, তুমি বিরাট কিছু প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা করলে অথচ বিষয়টা সহজ: নিশ্চয়ই তুমি সর্বদা নিরাপদ থাকবে যতক্ষণ তুমি চুপ থাকবে, যখন তুমি কথা বলে ফেলবে তখন তা তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে ঘটে যাবে । আল-মুজামুল কাবির, তাবারানী, হাদিস শরীফ নং-১৬৫৬১ ।

(৫)আমদের নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার একখানা দীর্ঘ হাদিস শরীফের খন্ড অংশঃ- **عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ :مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ـ(8841)مسند أحمد** অর্থঃ-যে আল্লাহ এবং আখিরাত বিশ্বাস করে সে কল্যাণকর কথা বলুক অথবা চুপ থাকুক । মুসনাদু আহমাদ, হাদিস শরীফ নং-৮৮৪১ ।